মুগান্তর

17 MAR 2008

শিক্ষার জন্য লোন

অর্থাভাবে যারা উচ্চশিক্ষা নিতে পারছেন না তাদের জন্য বেশ কিছু ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে। ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবেন ২৩ থেকে ৬০ বছর বয়সের যে কোন ব্যক্তি। তবে অবশ্যই আগ্রহীকে চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী হতে হবে। যে কোন কোম্পানিতে চাকরি ১ বা ২ বছর ধরে থাকতে হবে। শুধু কোম্পানির চাকরিজীবী নয়, বিভিন্ন পেশার মানুষ এসব ব্যাংকের সেবা পাবেন। যেমন— ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, সাংবাদিক, সেনা কর্মকর্তা বা যে কোন প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবী। তবে চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ীদের মাসিক আয় ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা হতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে স্যালারি সার্টিফিকেট, TIN সার্টিফিকেট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, আইডি কার্ডের ফটোকপি প্রভৃতি কাগজপত্র লাগবে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্স, TIN সার্টিফিকেট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, পাসপোর্ট অথবা আইডি কার্ডের ফটোকপি দিতে হবে। বাড়িওয়ালার ক্ষেত্রে বাড়ির দলিলের ফটোকপি, বাড়ি ভাড়ার রসিদ, ইলেকট্রিক বিল, পানির বিলের কাগজপত্রের পাশাপাশি ব্যাংক স্টেটমেন্ট, পাসপোর্টের ফটোকপি ও পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ইঞ্জিনিয়ারদের ক্ষেত্রে একাডেমিক সার্টিফিকেট, স্যালারি সার্টিফিকেট, TIN সার্টিফিকেট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সেলস ডিক্লারেশন, আইডি কার্ড বা পাসপোর্টের ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে। ডাক্তারদের ক্ষেত্রে সেলস ডিক্লারেশন, TIN সার্টিফিকেট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, পাসপোর্ট বা আইডি কার্ডের ফটোকপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও স্যালারি সার্টিফিকেট। আইনজীবীদের ক্ষেত্রেও এসব কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে।

ইস্টার্ন ব্যাংক

দেশে-বিদেশের যে কোন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার এডুকেশন লোন দিয়ে থাকে। দেশের বাইরের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি যদি পড়ালেখার জন্য অফার লেটার পান, তাহলে সেখানে থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় খরচ অফার লেটারে উল্লেখ থাকে। সে পরিমাণ টাকা ব্যাংক আপনাকে লোন হিসেবে দেবে। শুধু দেশের বাইরে শিক্ষা লাভ করার জন্য সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন পাওয়ার সুবিধা রয়েছে গ্রাহকদের। এ লোনের টাকাগুলো ১২-৬০ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। দেশের ভেতরের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার জন্য যত টাকা প্রয়োজন হবে, ব্যাংক লোন হিসেবে আপনাকে সে পরিমাণ টাকা দেবে। তবে আপনি যদি এ ব্যাংকে এফডিআর খোলেন, তাহলে ৩ পারসেন্ট সুদে এ লোন শোধ করতে পারেন। আর যদি আপনি এ ব্যাংকে এফডিআর না খুলে এ লোনের সুবিধা পেতে চান, তাও সম্ভব এ ব্যাংকে। তবে আপনাকে ১৮ পারসেন্ট সুদে এ লোন পরিশোধ করতে হবে। শাখা— গুলশান, মতিঝিলের মুক্তিযোদ্ধা ভবন, ধানমণ্ডি, সোনারগাঁও রোড, মিরপুর, উত্তরা, শান্তিনগর ও শ্যামলী রিং রোড।

এইচএসবিসি ব্যাংক

এখানে জামানত ছাড়া ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন সুবিধা দিয়ে থাকে। ঋণ পরিশোধ করতে হয় ১ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা স্টুডেন্ট ফাইল খোলার সুবিধা পাবে। যদি কোন আউটপুট অথবা সিইপিএস গ্রাহক ছাত্রঋণ নিতে চায়, তবে তাকে ৬ শুণ ও ১০ শুণ হিসেবেও ঋণ দেয়া হয়। তবে তা সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকার বেশি নয়। শাখা— মতিঝিল, বনানী, গুলশান, ধানমণ্ডি, উত্তরা, কাওরান বাজার।

ঢাকা ব্যাংক

ঢাকা ব্যাংকে সরাসরি এডুকেশন লোন স্কিম না থাকলেও পার্সোনাল লোন স্কিমের মাধ্যমে লোন দেয়া হয়। এখানে লেখাপড়ার জন্য সর্বোচ্চ ৫ লাখ টাকা লোন নিতে পারেন। একজন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার হলেই চলবে। আগ্রহীকে অবশ্যই রোজগারকারী, ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী হতে হবে। মাসিক আয় ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা হলে এ লোনের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। লোনের টাকা ১২-৬০ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এজন্য ঢাকা ব্যাংকে ১৮ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হয়। শাখা— ধানমণ্ডি, গুলশান, বনানী, মগবাজার, ইসলামপুর ও বোর্ড বাজার।

প্রাইম ব্যাংক

শুধু দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পড়ালেখার জন্য এডুকেশন লোন নামে একটি লোন স্কিম চালু আছে। এ লোন স্কিমের মাধ্যমে আগ্রহীরা ৩০ হাজার থেকে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নেয়ার সুবিধা ভোগ করতে পারবে। অবশ্যই এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে ৩ বছরের মধ্যে। এজন্য প্রাইম ব্যাংকে ১৬ শতাংশ হারে সুদ প্রদান করতে হবে। শাখা— ধানমণ্ডি, মতিঝিল, বনানী, গুলশানসহ আরও বিভিন্ন এলাকায়।

আইএফআইসি ব্যাংক

আইএফআইসি ব্যাংক থেকেও এডুকেশনের জন্য লোন দেয়া হয়। দেশের বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে এ লোনের কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয় না বলে জানান আইএফআইসি ব্যাংকের সিনিয়র স্টাফ মিসেস হাজেরা করিম। এখানে আপনারা ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারবেন। একজন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার লাগবে। লোনের টাকাগুলো পরিশোধ করতে হবে ১২-৬০ মাসের মধ্যে এবং

২ এর পৃষ্ঠায় দেখুন

শিক্ষার জন্য লোন

৮ পৃষ্ঠার পর

ডাচ-বাংলা ব্যাংক

এ ব্যাংকে সরাসরি এডুকেশন লোন স্কিম চালু না থাকলেও পারসোনাল লোন স্কিমের মাধ্যমে লোন দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকার বেশি লোন দিয়ে থাকে। তবে এ লোনের সুবিধা পেতে হলে চাকরিজীবীর মাসিক আয় ১৫ হাজার টাকা হতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের মাসিক আয় হতে হবে ৫০ হাজার টাকা। লোন নেয়ার সময় আপনাকে কোন জামানত দিতে হবে না। তবে একজন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার অবশ্যই থাকা লাগবে। লোনের টাকা কিন্তু ২৪ বা ৩৬ কিস্তিতে ৩ বছরের মধ্যে আপনাকে পরিশোধ করতে হবে। ঢাকাতে এ ব্যাংকের সুবিধা পাবেন মতিঝিল, ধানমণ্ডি, কাওরান বাজার, বনানী, গুলশান ও উত্তরা শাখায়।

এবি ব্যাংক

এবি ব্যাংকেরও এডুকেশন লোন নামে একটি লোন স্কিম চালু আছে। এ লোন স্কিম থেকে আগ্রহীরা ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারবেন। আপনাদের অবশ্যই ১ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। লোন নেয়ার জন্য ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে না এবং সিকিউরিটি মানিও দেয়ার প্রয়োজন হয় না। শুধু একজন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার হলেই চলবে। সুদ ১৬ শতাংশ।

ব্যাংক এশিয়া

এখানে ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত লোনের সুবিধা দেয়া হয়। চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ীর মাসিক আয় ১৫ - ২০ হাজার টাকা হতে হবে। দু'জন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার হলেই চলবে। ১২-৬০ মাসের মধ্যে কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। সুদ ১৭ শতাংশ।

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক

এ ব্যাংকেরও এডুকেশন লোন নামে একটি লোন স্কিম চালু আছে। তবে এ ব্যাংক শুধু দেশের বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে যারা উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে যাচ্ছে একমাত্র তাদের এ স্কিম লোনের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। এখানে লোন নেয়ার জন্য প্রথমে আপনাকে এ ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট থাকতে হবে। আপনি যত টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করবেন, সে পরিমাণ অর্থ ব্যাংক আপনাকে লোন হিসেবে দেবে। তবে এ লোন নেয়ার সময় আপনাকে অবশ্যই ফরেন ভার্সিটির অফার লেটার ব্যাংকে প্রদান করতে হবে এবং আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ভালোভাবে চেক করে আপনাকে এ লোনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে। এ লোনের টাকাগুলো পাঁচ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। শাখা—. মতিঝিল, ধানমণ্ডি, বনানী, কাওরান বাজার, গুলশান ও উত্তরা।

উত্তরা ব্যাংক

উত্তরা ব্যাংক থেকেও পার্সোনাল লোন স্কিমে যে কোন কারণে লোন নেয়া যায়। উচ্চশিক্ষার জন্য আপনারা এখান থেকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারবেন। ২০ হাজার টাকার ওপর যদি আপনাদের মাসিক আয় হয়, তাহলে ১ লাখ টাকার বেশি টাকাও আপনারা লোন হিসেবে নিতে পারবেন। লোনের এ টাকাগুলো আপনাদের ১২-৬০ মাসের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। এ লোন নেয়ার জন্য একজন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার হলেই চলবে।

ব্র্যাক ব্যাংক

এ ব্যাংক থেকে ৪ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত লোন নিতে পারে। চাকরিজীবীদের মাসিক আয় ১৮ হাজার টাকা হতে হবে এবং ব্যবসায়ীদের মাসিক আয় ৫০ হাজার টাকা হলেই চলবে। এক্ষেত্রে আপনাদের কোন জামানত দেয়া লাগবে না। দু'জন বিশ্বাসযোগ্য গ্যারান্টার হলেই চলবে। ১ থেকে ৫ বছরের মধ্যে এ লোনের টাকাগুলো পরিশোধ করতে হবে। লোন পরিশোধের পাশাপাশি আপনাদের ১৮.৫ পারসেন্ট সুদও প্রদান করতে হবে এ ব্যাংকে।